গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: অভ্যন্তরীণ নৌরুটে চলাচলকারী সকল ধরণের নৌযানে ট্র্যাকিং পদ্ধতি স্থাপন ও ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম চালুকরণ বিষয়ক জাহাজী লিমিডেট এর উপস্থাপনা ও প্রস্তাব পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি, প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	২৬-০২-২০২০ খ্রি.
সময়	:	বেলা ১১:৩০ ঘটিকা।
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট - ক

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় সভাপতির অনুমতিক্রমে জাহাজী লিমিটেড এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল শরীয়তউল্লাহ-কে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌরুটে চলাচলকারী সকল ধরণের নৌযানে ট্র্যাকিং পদ্ধতি স্থাপন ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থার জন্য ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম চালুকরণ বিষয়ক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করার অনুরোধ জানান।

০২। সভায় জাহাজী লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব আব্দুল্লাহ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌরুটে নৌযান মালিক, মালিক সমিতি, শ্রমিক এবং সর্বোপরি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর/সংস্থার বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলি উপস্থাপন করেন। একইসাথে তিনি উপস্থাপন করেন কিভাবে জাহাজী লিমিটেড এর সার্ভিস ব্যবহার করে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাল মনিটরিং এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌখাতের সকল নৌযানগুলি মনিটরিং এর আওতায় আনা সম্ভব। তিনি জানান কিভাবে সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহার করে নৌযানের রুট মনিটর করার পাশপাশি, বার্দিং মনিটর করে এবং পাইলটেজ মনিটর করে অধিক রাজস্ব আদায় করা সম্ভব। তিনি ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহার করে কিভাবে মন্ত্রণালয় নৌযান ও নৌশ্রমিকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পারবে সেটি উপস্থাপন করেন।

২.১। জনাব আব্দুল্লাহ অভ্যন্তরীণ রুটের সকল রেজিস্টার্ড নৌযান ও এর স্টাফদের ডিজিটাল ডাটাবেইজ তৈরি এবং সেন্ট্রাল এসএমএস প্যানেল তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি জানান, ডিজিটাল ডাটাবেইজ কিভাবে এখাতে নজরদারি বাড়াবে এবং অবৈধ ব্যবহার কমাতে পারে। পাশপাশি সেন্ট্রাল এসএমএস প্যানেল ব্যবহার করে কিভাবে আগাম আবহাওয়া বার্তা প্রদান করা যাবে সে বিষয়টিও তুলে ধরেন।

২.২। জনাব আব্দুল্লাহ জানান যে, জাহাজী লিমিটেড বীমা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় তাদের রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাহক, নৌযানের প্রত্যেক স্টাফ সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বীমা সেবা পাবেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন, নৌশ্রমিক দুর্ঘটনা বীমা সেবার মাধ্যমে নৌ শ্রমিকদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং ডিজিটাল নৌশ্রমিক ডাটাবেইজের মাধ্যমে তাদের কাজকে স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি তাদের জন্য বাস্তবসম্মত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে আইএমও সহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সুনাম বৃদ্ধি পাবে এবং নৌখাতে বাংলাদেশের গ্লোবাল ফুটপ্রিন্ট আরো দৃঢ় হবে।

২.৩। জনাব আব্দুল্লাহ আরও জানান যে, জাহাজী সেবার মাধ্যমে একজন নৌযান মালিক সার্বক্ষণিক মোবাইল ও কম্পিউটারের মাধ্যমে তার নৌযান মনিটর করতে পারবেন। পাশপাশি এসএমএস সেবার মাধ্যমে ইন্টারনেট ছাড়া একসাথে এক বা একাধিক জাহাজ মনিটরিং করতে পারবেন।

চলমান পাতা/২

২.৪ । জনাব আব্দুল্লাহ সভাকে অবহিত করেন, বিভিন্ন নৌযান মালিক ও শ্রমিক সমিতি ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেমটি নিয়ে তাদের সদস্য নৌযান মালিক এবং স্টাফদের আরো উন্নত সেবা প্রদান করতে পারবে। তিনি জানান, ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সাথে যুক্ত হয়ে জাহাজী আরো উন্নত সেবা প্রদান করবে এবং সমুদ্রগামী বোট এবং জাহাজগুলিতে সেবা বিস্তৃত করতে পারবে।

২.৫ । জনাব আব্দুল্লাহ সভাকে জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষে তারা বিনামূল্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর অধিভুক্ত সংস্থাগুলির জন্য ডিজিটাল মনিটরিং এর সেবা ডিজাইন ও ডেভেলপ করে দিতে চান। পাশাপাশি মুজিববর্ষ উপলক্ষে নৌযান মালিকদের জন্য জাহাজী সেবায় ডিভাইস মূল্যে ৫০% ছাড় ঘোষণা করেন। মুজিববর্ষের মধ্যে জাহাজী সেবা গ্রহণ করলে একজন নৌযান মালিক বিশেষ ছাড়ে জাহাজীর কাস্টোমাইজড ট্র্যাকিং ডিভাইস এককালীন মাত্র ৩৫০০ টাকায় নিতে পারবেন এবং প্রতিমাসে মাত্র ১৫০০ টাকা সাবস্ক্রিপশন ফি এর বিনিময়ে প্রতিটি নৌযানের নৌ-শ্রমিকদের দুর্ঘটনা বীমা, ট্র্যাকিং, রুট মনিটরিং, এসএমএসসহ সকল সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রুটের সকল বাল্কহেড মালিক জাহাজী অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই জাহাজ ভাড়া দিতে পারবেন।

৩ । সভায় সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জানান যে, জাহাজী এর প্রতিটি সেবাই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য ব্যবহারযোগ্য, বিশেষ করে সার্ভেইলেন্স সেবা। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিয়ত সার্ভেইলেন্স করা লাগে, বিশেষ করে দুর্যোগের সময়ে। তিনি, জানান, দেশের বাইরে যে জাহাজগুলি যায়, সেগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি থাকলেও অভ্যন্তরীণ রুটের নৌযানগুলিতে অবহেলিত।

৪ । সভায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল (যাপ) সংস্থার সভাপতি এবং বাংলাদেশ তৈলবাহী জাহাজ মালিক সমিতির সভাপতি মাহবুবউদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম জানান, ডিজিটালাইজেশনে যাওয়াটা এখন সময়ের দাবি। তিনি এই সেক্টরের স্টেকহোল্ডারদের ওয়ার্কশপ বা সেমিনারের মাধ্যমে অবহিত করে ডিজিটাল মনিটরিং সেবা চালুর পরামর্শ দেন।

৫ । চিফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর সভায় বলেন, তারা কিছু নৌযানে জিএসএম প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্র্যাকিং করছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক অত্যন্ত শক্তিশালী, যেটি এখন গভীর সমুদ্রে নেটওয়ার্ক সেবা দিচ্ছে। জাহাজী লিঃ এর উল্লিখিত সেবার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও ডিভাইস সম্পর্কে জানতে চান। সেপ্রেক্ষিতে, জাহাজী লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আব্দুল্লাহ জানান, জাহাজীর ডিভাইস অনন্য এবং বাংলাদেশের নদীপথের জন্য বিশেষভাবে গবেষণা করে তৈরি যা বিশ্বের আর কোথাও নেই। জাহাজীর ডিভাইসের নেটওয়ার্ক এর জন্য আলাদা অ্যান্টেনা এবং একাধিক সিম ব্যবহারের সুবিধা আছে, যা প্রচলিত কোন ডিভাইসে নেই। জনাব আব্দুল্লাহ আরো জানান, নদীমাতৃক বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নৌখাতে ডিজিটাইলেশনের বিকাশ ঘটানো।

৬ । মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, জাহাজী লিমিটেডকে তাদের উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি মনে করেন, জাহাজী লিমিটেডের সেবার যে মূল্য ধার্য করা হয়েছে এটি সেবার তুলনায় অনেক কম। তিনি সভাকে জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বুলবুল এর সময় জাহাজী জাহাজ মালিকদের নিরাপত্তা ও আবহাওয়া বার্তা প্রদানে ভূমিকা রেখেছিলো এবং বিভিন্ন সময়ে নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে জাহাজী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি, নৌযান ট্র্যাকিং এ এআইএস পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে জাহাজী লিমিটেডকে অনুরোধ করেন, এআইএস পদ্ধতির সাথে জাহাজীর সেবা কোনভাবে যুক্ত করা যায় কিনা? তিনি এআইএস পদ্ধতির আর্থিক ও কারিগরি দিক ফিজিবিলিটি স্টাডি করার ব্যাপারে মত দেন।

৭ । চেয়ারম্যান, বিআইডাব্লিউটিএ তার সংস্থার জাহাজগুলিতে জাহাজীর ডিভাইস ইনস্টল করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

চলমান পাতা/৩

৮। সভায় লঞ্চ মালিক সমিতি, সদরঘাট ঢাকা এর সহ-সভাপতি জনাব মো. শহীদুল ভুইয়া বলেন, সরকারি নৌযান দিয়ে ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু হওয়া উচিত। জবাবে নৌপ্রতিমন্ত্রী বলেন, বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে হলে মূলত প্রাইভেট নৌযানগুলিতেই আগে পরীক্ষা করা উচিত।

৯। সভায় বাংলাদেশ ইঞ্জিন ও বাল্কহেড বোট মালিক সমিতি এর পক্ষ থেকে জনাব মোহাম্মদ আলী মৃধা জাহাজীর মনিটরিং ও ট্র্যাকিং আইডিয়াকে অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মত দেন। তিনি নৌশুমারির জন্য জাহাজীকে এগিয়ে আসতে আহবান জানান।

১০। এ পর্যায়ে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জানান, মুজিববর্ষ আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং দিনরাত পরিশ্রম করছেন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি বড় পদক্ষেপ হলো স্বচ্ছতা আনা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা। ডিজিটালাইজড পদ্ধতি গতি আনে, স্বচ্ছতা আনে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। তিনি মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাহাজীর এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং অবিলম্বে পাইলট আকারে সরকারি ও বেসরকারি নৌযানগুলিতে জাহাজীর ট্র্যাকিং চালু করার বিষয়ে নির্দেশনা দেন। প্রতিমন্ত্রী পাইলটে সন্তোষজনক ফলাফল পেলে সেটি সারাদেশে বাস্তবায়নের ব্যাপারে মত দেন এবং মুজিববর্ষকে সামনে রেখে এ ধরণের উদ্যোগের সাথে সকলকে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করেন।

১১। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) বিআইডাব্লিউটিএ এবং বিআইডাব্লিউটিসি তার নিজস্ব নৌযানগুলিতে জাহাজি লিমিটেড এর কাস্টোমাইজড ট্র্যাকিং ডিভাইস পর্যায়ক্রমে ইনস্টল করবে;

(খ) বেসরকারি লঞ্চ মালিক সমিতি মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সদরঘাট থেকে ছেড়ে যাওয়া যাত্রীবাহী লঞ্চগুলিতে পর্যায়ক্রমে পাইলট ভিত্তিতে জাহাজীর কাস্টোমাইজড ডিভাইস ইনস্টল করবে;

(গ) এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো বড় আকারে সেমিনার/ওয়ার্কশপ করে স্টেকহোল্ডারদেরকে অবহিত করে সেনসেটাইজ করা হবে; এবং

(ঘ) নৌপরিবহন অধিদপ্তর বিষয়টির নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। প্রয়োজনে জাহাজী লিমিটেড কে প্রয়োজনীয় কারিগরি নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

১২। অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ/-
তারিখঃ ১৯-০৩-২০২০
(খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর-১৮.০০.০০০০.০১৬.৯৯.০১৯.২০১৯(অংশ-৫)- ৫১৭ তারিখঃ ২২-০৩-২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন/চবক/মোবক/পাবক/বাস্থবক
২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি।
৩। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।

চলমান পাতা/৪

৫। কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৬। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
৭। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৮। ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড শিপ সার্ভেয়ার, ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড শিপ সার্ভেয়ারের কার্যালয় ঢাকা/নারায়াণগঞ্জ/চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা
৯। পরিদর্শক, অভ্যন্তরীণ জাহাজ পরিদর্শনালয়, ঢাকা/নারায়াণগঞ্জ/চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা/চাঁদপুর/পটুয়াখালী
১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল (যাপ) সংস্থা, ১৪ পুরানা পল্টন, দারুস সালাম আর্কেড (৫ম তলা), ঢাকা।
১১। আলহাজ্ব মোঃ বদিউজ্জামান বাদল, সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল (যাপ) সংস্থা, ১৪ পুরানা পল্টন, দারুস সালাম আর্কেড (৫ম তলা), ঢাকা।
১২। জনাব মোঃ সাইদুর রহমান রিন্টু, ভাইস প্রেসিডেন্ট/ সুন্দরবন কোং, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল (যাপ) সংস্থা, ১৪ পুরানা পল্টন, দারুস সালাম আর্কেড (৫ম তলা), ঢাকা।
১৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ লঞ্চ মালিক সমিতি, বিআইডাব্লিউ টার্মিনাল ভবন (২য় তলা), সদরঘাট, ঢাকা।
১৪। সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, আকরাম টাওয়ার, ১৫/৫ বিজয় নগর, (৬ষ্ঠ তলা), রুম# ১, ২, ঢাকা।
১৫। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, আকরাম টাওয়ার, ১৫/৫ বিজয় নগর, (৬ষ্ঠ তলা), রুম# ১, ২, ঢাকা।
১৬। সভাপতি, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, স্যুট: ৫০২, লেভেল: ৫, ব্লক: সি, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১৭। সভাপতি, বাংলাদেশ তৈলবাহী জাহাজ মালিক সমিতি, হ্যাপি রহমান প্লাজা, (৫ম তলা), ২৫-২৭, কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা।
১৮। জনাব একেএম শামসুজ্জামান রাসেল, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ শিপ হ্যান্ডলিং অ্যান্ড বার্থ অপারেটরস্ অ্যাসোসিয়েশন, হোসেন চেম্বার (১ম তলা), ১০৫, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম।
১৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইঞ্জিন ও বাল্কহেড মালিক সমিতি, ১২/এ আর কে মিশন রোড, সেকেন্ড ফ্লোর, ঢাকা।
২০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাল্কহেড নৌযান মালিক সমিতি, স্যুইট নং: ২০৭, হোটেল সিলভার ইন বিল্ডিং, ১২/ক টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।
২১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ স্টিল বোট মালিক সমিতি, সাং: হাটলক্ষীগঞ্জ, পোস্ট, থানা ও জেলা: মুন্সীগঞ্জ।
২২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রূপগঞ্জ স্টিল বডি বাল্কহেড ও ড্রেজার মালিক সমিতি, রূপসীঘাট, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
২৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, দাউদকান্দি বোট মালিক সমিতি, দাউদকান্দি ফেরিঘাট, কুমিল্লা।
২৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ রিভার ট্রান্সপোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল (জীবন বীমা ভবন ২য় তলা), ঢাকা।
২৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, দক্ষিণবাংলা বাল্কহেড (বালিবাহী নৌযান) মালিক সমিতি, মিয়ারহাট, পোস্ট: কৌড়িখাড়া, থানা: নেছারাবাদ, পিরোজপুর।
২৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাল্কহেড বোট মালিক সমিতি, প্রধান কার্যালয়, ডেমরা বাজার, ডেমরা, ঢাকা।
২৭। জনাব ওয়াহিদুজ্জাম পল্টু, মহাসচিব, খুলনা বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ নৌ মালিক গ্রুপ, খুলনা।
২৮। জনাব আতাহার বেপারী, সভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি, মাওয়া জোন।
২৯। কোস্টাল শীপ ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ১০৫/এ, কাকরাইল(৪র্থ তলা), ফ্লাট-এইচ, ঢাকা-১০০০।
৩০। জনাব মোঃ সেলিম, সভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি, রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি।
৩১। জনাব মোস্তাফিজুর রহমান হেলিম, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল (যাপ)সংস্থা, সিলেট জোন, ভৈরব বাজার, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।
৩২। আলহাজ্ব এডভোকেট আজিজুল হক আক্কাস, চেয়ারম্যান, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা, বরিশাল জোন, বরিশাল
৩৩। জনাব হাজী শফি, কাদেরিয়া নেভিগেশন, এম কোর্ট ভবন (৫ম তলা), ১০৮ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য)ঃ

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(উন্নয়ন)/(বন্দর)/(সংস্থা-১)/(সংস্থা-২)/যুগ্মসচিব (প্রশাসন), নৌপম, ঢাকা।

22.07.2020
(রেবেকা সুলতানা)
উপসচিব (প্রশাসন)
ফোনঃ ৯৫১৫৫৫১